

# msjCH

Article on film criticism. P **RABINDRA JAYANTI EDITION** 

Mrs. Chatterjee vs Norway film review

IN BRIEF

## & COVID UPDATE

### IN INDIA

CONFIRMED: 8,440

VACCINATED: 4,603,203

## **WEST BENGAL**

CONFIRMED: 784

DEATH: 6



The editorial coordinators for this edition of msjChronicle are Rahul Mondal and Mousumi Das, sixth semester students of the department of Media Science and Journalism

## Judges and the tricky

### Subham Chatterjee

Judges are expected to maintain a certain level of impartiality, decorum and discretion, both in and out of the court-room. This is particularly important when it comes to media interviews, as any comments made by judges in public can have a significant impact on public perception of the judiciary and the cases

## **Weather Forecast**



### Kolkata, West begal SATURDA

Partly clou

Temperature - 31°C Precipitation - 20% Humidy - 80% Wind - 5 km/h

# বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ববীন্দ জয়ন্ত্ৰী উপলক্ষে আমাদেব বোল্ল পরস্কা উপন্দে আমানে:
ব্রনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের
অভিটোরিয়ামে চ্যান্সেলার স্যার
শ্রী ফাল্পনী মুখোপাধ্যায়-এর
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্ত বিভাগের সকল ছাত্র ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের তরুতে শ্রী ফান্ধুনী মুখোপাধ্যায় প্রদীপ ব্ল্বেলে অনুষ্ঠানের তভারম্ভ করেন। অনুষ্ঠানটি তরু হয় আমাদের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত উপস্থাপনা দিয়ে এবং সেই সঙ্গীত উপস্থাপনার দায়িত্বভার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের

ছাত্রছাত্রাদের উপর। কাবগুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত উপস্থাপনার পরবর্তীতে আমাদের মহাশয় চ্যান্সেলার স্যার আমাদের সকলের উপলক্ষে একটি বক্তৃতা

প্রদান করেন এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট রিলেশন অফিসার শ্রীমতী রীনা চ্যাটার্জী তার মায়ের রানা চ্যাঢাজা তার মারের সংগৃহীত ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে কবিগুরুর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির কাছে উপহার হিসাবে তুলে দেন। তার মধ্যে অন্যতম কিছু রবীন্দ্র

সংগীত যেমন- "মন মোর মেঘের সঙ্গী", "ফুলে ফুলে", "তুমি রবে নীরবে", "ভেঙে মোর ঘরের চাবি",





দঙ্গীত পারবেশনা করা হয় এবং
উপস্থাপনা করা হয় এমন
কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীত যা হিন্দি
চণাচ্চিত্রের সঙ্গীত হিসাবে
ব্যবহৃত হয়, যেমন- "ছু কার
মেরে মন কো", "তেরে মেরে
মিলন কি ইয়ে রয়না", "আজ রিমঝিম", ইত্যাদি। পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুদীপ্তা ভট্টাচার্য ম্যাম আমাদের সুদাপ্তা ভট্টাচার্য ম্যাম আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে একটি বক্তুর প্রদান করেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত গানের বিষয়ে কিছু তথ্য ভাগ

করে নেন করে নেন। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় একটি সঙ্গীত "আগুনের পুরশমণি" দিয়ে এই

# কবিগুরু ও জন্মদিন

হলে ধুমধাম ও আরম্বরে পালিত হয়। বিদেশি সংস্কৃতির ধাঁচে কেক কাটা আখীয় পরিজন ও বন্ধুবাদ্ধবদের কে নিয়ে ভালো-মন্দ খাওয়া-দাওয়া করা ও নানা রকম

মন্দ খাওয়া-দাওয়া করা ও নানা রকম উপহারের সমাধ্যর জমো-এজারে জম্মদিন পাখন হতো না তথন বাজলি বাড়িতে জম্মদিন মনে ছিল পারেস খাওয়া, মিষ্টি মুখ করা গুরুজনদের আশীর্বাদ নেওয়া এডাবেই পালিত হতে

তে চলেছে ২৫শে বৈশাখ কবিওর ভুনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্মদিন। পালিত হতো সেই সময়ে তা লটা ছিল ১৮৮৬, ৭ই মে বাংলার সোদনা দিনাট পথান্ত কাবজর জন্মাদন। আগে কথনো পালিত হয়নি, এধু কবিভরুন না ঠাকুর বাড়ির কারোরই জন্মদিন পালিত হতো না। কবিভরু এই দিনটির আগে কোথাও কথনো নিজের জন্মদিন নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলেননি। কিন্তু সেদিন প্রথমবারের মতো নিজের জন্মদিন একটি চিঠি লিখেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মদারকে, কবি লিখে ছিলেন\_

"আজ আমার জন্মদিন\_ বৈশাখ পাঁচশ বৎসর পূর্বে এই বৈশাখে আমি ধরণীকে বাধিত পাচশে বেশাবে আম বানেজকে আবত করিতে অবতীর্ণ হয়েছিলুম\_ জীবনে এমন আরও অনেকগুলি পাঁচিশে বৈশাখ আসে এই আশীর্বাদ করন। জীবন অতি সুখের"। আগেই বলেছি যে আগেই বলেছি যে কুরবাড়িতে সেই সময় কারোর জন্মদিন লিত হতো না তার মূলত কারণ ছিলেন মহিষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি ছিলেন ব্রাক্ষ ব্রাক্ষদের বাড়িতে পুজো-আচ্ছা কোন কিছুই

নিয়ে লিখেছিলেন\_ ''ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ের জন্মতিথি পূজার অনুষ্ঠান না থাকায় আমরা কে যে কবে জন্মেছি, তার ধার ধারতুম না আমাদের জন্ম তারিখ বা তিথি ঠিকুজি বা

কুয়াহতে হোলা থাকাতে লোকের মনে বছর বছর তুলে ধরা হতে না।" ঠাকুরবাড়ির এই বাবছাটিকে সম্পূর্ণ পাফেঁট দিয়োছিলেন জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ দাদা সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে একেবারে সাঞ্চেরি ইন্দিরা দেবীর জন্মদিন পালন করেছিলেন

চরম প্রকারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সরলা দেবী এবং তিনিই প্রথম পালন করেছিলেন কবিগুরুর জন্মদিন পাঁচিশ এর র্ম্বর্থং ১৮৮৭ সালের ৭ই। সরলা দেবীর নজের একটি লেখা থেকে এই তথ্য জানা যায়, তিনি লিখেছেন\_ "রবিমামা ও নতুন মামা যতীন্দ্রনাথ থাকেন মেজ মামিদের সঙ্গে ৪৯ নং পার্ক স্ট্রীটে ... রবি মামার পার এই বং নাও আনে । বাম মানার 
থখন জন্মান উৎসব আমি কড়াই অতি
ভোৱে উণ্টাভিত্তির কাশিয়া বাগান বাড়ি
থেকে পার্কস্টাটে নিঃশব্দে তার ঘরে তার
বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের
নিজের হাতের গাঁথা মালা ও বাজার থেকে
আনা বেল ফুলের মালা সঙ্গে অন্যানা ফুল ও একজোড়া ধুতি চাদর তার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন পাশেই বংশ আরু গণাই তেনে উচ্চলা গানেই নতুন মামার ঘর রবির জন্মদিন বলে সারা পড়ে গেল। সেই বছর থেকেই পরিজনদের মধ্যে তার জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ

কোন জন্মদিন পালনের কথা কোথাও জানা যায় না কিন্তু ১৯১১ সালে কবিগুরুর ৫০ তম জন্মবার্ধিকীতে তার জন্মদিন যথেষ্ট ধুমধামের সাথে পালিত হয়েছিল শান্তিনিকেতন এবার তার জন্মদিনে শাস্ত্রদানতেওঁ এবর তার জন্মাদান উপস্থিত ছিলেন চারচচন্দ্র বন্দোগাধায়াম, সভ্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সীতা দেবী, সূকুমার রায় প্রমুখরা। সে বছর টানা তিন দিন ধরে কবিগুরুর জন্মাদিনের উৎসব পালিত হয়েছিল।

এপ্রথমে ২৩ শে বৈশাখ অর্থাৎ ৬ই মে-সকাল বেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছাত্রদের স্পোর্টস। দুপুরে কবিগুরু তার খসড়া

সকালবেলায় অজিত কুমার চক্রবর্তী তার প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ" পড়ে ধনিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা অনুষ্ঠিত ধরেছিল রবীন্দ্রনাথ ग्रेकुत नामक व्याचना करताकाना । ३० रा देवनाथ ७१ रा.- कातरानाता व्याकुरक क्या केप्शादत व्याचन तरान व्याचनमा, पृथ्यपु, श्रामेश, शक गुण्य श्राकृति नामा टेवति श्राकृत गुण्य श्राकृति स्वाचित्र ग्राम करत शक्ति श्राकृति व्याकुरक्ष । श्राज्या গান গেয়েছিলেন, আপ্রমের শিক্ষকেরা ক্ষেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতি থেকে মঙ্গল গীতি আবাহন ইত্যাদি মূল বাংপা অনুবাদ কে প্রণাম করার যেন এক ধূম পড়েছিল প্রায় শয়ে শয়ে লোক কবিগুরুকে প্রণাম

এরপর ঘটেছিল আরো একটি মজাদার ঘটন, ১৯৩৭ সালের ১৮ই মে অর্থাৎ বাংগা ১৩৪৩ বঙ্গাদের ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু ৭৫ বংসর পার এইরকম, শান্তিনিকেতনে গরমের ছুটি পড়ে যেত পহেলা বৈশাখ থেকে কিন্তু

পোৰ বাধান্য, সবাধান্য হিছা ১৯১১ সাল ; বাধানাত ১৯১৬ কৰিছত সংবাহ ৮০ বছৰ ; (কৰিওৱনৰ ভ্ৰম্মবাৰ্কিকী উপলক্ষের পার করে ৮১ তে পদার্পন করেছিলেন। ভাকে গোখা নিউলি মন্তলের চিঠি) কবিওৱনৰ ভ্ৰমানিলের পোৰ উভাবৰে ; বিশ্ব বনি, কবিতান কাৰ্যনিলকতানে সংবাহ কবিবানের সাথে সাথে কবিওজন ভ্রমানিনত ; আবার হয়াতো আমি ভোমার খুবই থুব ধুম ধাম করে পালিত হয়েছিল। তখন চেনা। সেই যাকে তুমি তোমার তিনি ধুবই অসুস্থ তার সেই শারীরিক কল্পচক্ষু-তে দেখেছিলে, শত বর্ষ অসুস্থতাকে তিনি উপেক্ষা করে সেদিন পরেও তোমার সৃষ্টি পড়তে, আমি কৰিছক উন্নায়ের নিশ্বনার বাবলানা এলে ৃতিই।
ক্রেমার হঠাং চিঠি দিবছি কেন্
টোডানা কনিটার কর্মী দাবাদের বি ক্রেমার হঠাং চিঠি দিবছি কেন্
টোডানা কেন্দ্রকারী কর্মিনী ফুল কুলে বার নিজেও জানিনা। কুমি আমার বিহাং
গাবে মকান্দ করেছিল। বারি এটারী হাতে না, ভিত্র সোকার, করি কিবলা আনা
দিবাত গাব ভারতে ভারতে বার্কারিক নিজে নিজে কিবলা আনা
দিবাত গাব ভারতে ভারতে বার্কারিক নিজে নিজে কিবলা আনা
ভারতে গাবিক ক্রিক কর্মার বিশ্বনার কর্মার করিন কর্মার করিবলা করেন
আন্ত লাবাছি শিক্ষা দিবার কর কোনা বার্কারী
আমা হরেছে বেলনা বার্কারই সহত্যাহা। সোধার চলা টাও বাই আরা সোধার

# রবীন্দ্রনাথ, তোমার প্রতি



জীবনমুখী হতে পারিনি। বিশ্বাস করে যত যাতনা তুমি পেয়েছিলে জীবনে, আমি তার এক কণাও দেখিনি, তবু আমি তোমার সেই 'সুন্দর ভূবন'-কে দেখতে পাইনা কেন? আসলে আমি সুখের খোঁজ করিইনি কখনো,তাই

লেখাই বুঝিনা, তখন আর একজন প্রিয় মানুষ বলেছিলেন,''রবীন্দ্রনাথ তুই এখন বুঝবি না। যখন একটু বুড় হবি কলেজে পড়বি কিংবা কোনো কাজে, থাকিস বাড়ি থেকে দূরে, শহরের কোন্ও ফ্লাটে। তখন কোন্ও ভীষণ বর্ষা দিনে, ফ্লাটের ব্যালকনি-তে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যদি গুনিস

রবীন্দ্রনাথ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে!" সেই মানুষটার সাথেও যোগাযোগ নেই বেশ বহুদিন। ওরকম দিন

দেখেছি। গুনগুন খ্রোবণের ধারার মতো

প্রাবর্ণ মাসে আমার জন্ম। তোমার মৃত্যু। ওই দুটো দিনই বৃষ্টি হয় খুব। দেখেছ, কেমন ভুলভাল অগোছালে বক্ছি! একদম গুছিয়ে কথা বলতেই

জীবনে প্রেম এসেছিল। তোমার জাবনে প্রেম এসোছল। তোমার
গঙ্কের মতো চঞ্চল বেগে নার
এনেছিল শরৎ বাবুর উপনাসের মতো
শান্ত গভীরতা নিরে। তবে আমার
'নৌকাডুবি' ঘটেছে, তারপর যেমনতেমন 'হঠাৎ দেখা' আর তারও পরে

গরণে যায় বিভাবরী....' তোমার 'সমাণ্ডি' গল্পটি ত পছন্দের। আমি কিছুটা 'মৃদ্ মতো কিনা! আর কিঞ্চিত সে আমার মতো। আচ্ছা রবি, তুমি কী ভেবে লিখেছিলে দিবারাত্রি নাচে মক্তি নাচে

ভূমি কবিগুরু নও, বিশ্বকবি নও। ভূমি কাদম্বরীর নয়, মৃণাগিনীর নয়, মাধবীলতা-রেণুকা-শমীন্দ্রের নয়, ভূমি আমার কাছে শুধু আমার রবি। যাকে আমি উপ্টে-পাল্টে আত্মন্থ করতে পারি, অভিমান করতে পারি, আঘাত ও করতে পারি। তুমি আমার চেতনা, সেই যে লিখেছিলে, আমারই চেতনার রঙে পারা হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' তমি আমার সেই চেতনা।

# পিয়ালী বসাক এবার অন্নপূর্ণা ও মাকালুর চূড়ায়

থক দুখে দান।

\*\*\*দান বৈশাবের সময় সাধারণ মানুষ যথন
আনুন্দ মেতে উঠাছিলেন প্রদাযভার
অনুষ্ঠান, সুন্দা জামা কাশচ্চ, মিট্রিলেজি
নিয়ে তথন আরু কালি কালি প্রবিশ্ব করি

স্কুল বিজ্ঞানি স্কুলি কালি কালি

স্কুল বিজ্ঞানি স্কুলি কালি

এপ্রিলের ৩ তারিখ থেকে আমি এবং আমার শেরপা স্থার সবকিছু camp1, 2, 3তে নিয়ে আসতে তব্ধ করি। এরপর যখন নিচে পৌঁছে খবর পেলাম ১৪, ১৫, নহণ ।পতে পোছে খবর পেলাম ১৪, ১৫, ১৬ ভারিখে আবহাওয়া খুব ভালো থাকরে তথ্যই ঠিক ছয় ১৪ ভারিখেই সাথিটের জন্য যাব। এরপরই আমরা ১১ ভারিখ রওনা দিলাম camp1, camp 2 করে camp 3 পৌছে পোলাম ১০ ভারিখ বলাফিরো যথম camp 2 থেকে ক্রম্মান

বড় তাদের সাথে আরোহন করব।

বলজিংরা যখন camp 2 থেকে camp 3 তে আসছিল তখন avalanche আসে, মানে বরফের ধ্বস নামে তাতে ওদের কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের camp 3 থেকে ক্ষতি হয়নি। আমাদের camp 3 থেকে বেরোনোর কথা ছিল বিকাল পাঁচটায়। ঠিক



কর্মেজনা রেপ শগালো প্রথম পরপার দশ, পর্বপ্রারেই নির্ফা পুরোধার নাগার সাফাই বেরিয়ে পাছলে বিকের পাটারা। কিন্তু ভাগ সাধ কোন্দ্রী, দুর্জাগুরুল আরান বেরোনার সভা সভাটা। কোন্দ্রা কর্মেজনা করা বেরোনার কথা স্কেরানা করা সভাটা। কেরিয়ে সারারাত পাহাড়ে সেক্টেনি। কুবই দুর্মেজপুর্ন পথ অনুচই কেরেজি। কুবই সুর্মাজপুর্ন পথ অনুচই ক্রেজিন কুবই সুর্মাজপুর্ন করা করা প্রশাস্থিয়েক ব্যৱস্থানি year hanging gla-

cier মানে ঝুলন্ত বরষ। ওধু তাই নয় নিচে থাকে ফাটল। সারারাত আরোহণ করে পরের দিন সকাল ৮টা - ৯টা নাগাদ চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

রোণ পাণালো হয়াণ। ওখানে এত হওয়া দেয় যে বরফের উপর পায়ের ছাপ বেশিক্ষণ থাকে না। যেহেতু আমরা শেরপা দলের দুখন্টা পিছিয়ে তাই ওরা কোথা বেহেপু আমরা প্রথম
শেরপা দলের থেকে
দু'ঘণ্টা পিছিয়ে ছিলাম
তাই ওরা কোথায় দড়ি
লাগায় নি সেটা বুঝতে
পারছিলাম না। ওদের
সাথে থাকলে একসাথে জায়গাটা পেরিয়ে যেতাম। পর্বতের প্রতিটা জায়গায় যেহেতু বিপদ লুকিয়ে থাকে তাই আমি কোন মুঁকি নিতে চাইছিলাম না।

তিন চার ঘন্টা অপেক্ষা করলাম ভখানে ভিন সার ঘণ্টা আগেকা করাজন।
কথান নিয়া সারা অবার করান।
বেশি দরিন দাকরে আলো ভারতে থাকত আমারা বিকেল সারকট এনাচু ৮ ব কচক
আনি। একদম চুড়ার কাছাকছি গোঁছেও
অধার বারে গোল, চুড়ার কাছাকছি গোঁছেও
অধার বারে গোল, চুড়ার কাছাকছি কোনা
চ০১৯ মিটার আর আমারা গোঁছি গোঁছাম
চ০১০ মিটার। দুশাখা গিছিয়ে থাকার
জন্ম বার বারে কর্ ডুক্টি হয়ে কোরা
জন্ম বার বারেক বছ ডুক্টি হয়ে কোরা
আমি অক্সিজেন ছাড়াই ছিলাম, শারীরও

পারানা। Camp 4 এ আসার পরও বিবাম পরিনা আমরা দগরও ৯ জন ছিলান। এয়া করিব আয়োজক সংগ্র প্রকাশন করেব। করিব আয়োজক সংগ্র করেব। করিব আয়োজক সংগ্র করেব। করিব করিব। করেব। করিব করেব। করিব করিব। করেব। নটা দশটা নাগাদ সামিটের জন্য বেরোয় তথ্ন আমরা ওই খালি তাবুতে গিয়ে উঠি। প্লিপিং ব্যাগে ঢোকার পরেও হাত পায়ের কাপুনি কমে না আমার। অরপূর্ণা এতটাই খাড়ায় আর over hanging যে কোথাও দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে জল বার করে খাব তার গাড়ুমে বুগা বেমে কৰা বার করে বাব তার উপায় নেই খাবারও খাওরা মেন এসে জল খায়। সেই দিন রাতে আমার জ্বর আসে খুব। পরের দিন সকালে দেখি নাক আর গলা ব্যথা। কিন্তু সেই দিন আমাদের সামিটের জন্য বেরোতেই হবে হাতে আর

পানতের জন্য থেকে। তেওঁ আর এক দুদিনও সময় নেই। সেই দিন সকাল ১১:০০ থেকে ১১:০০ নাগাদ বেরোনোর কথা ছিল কিন্তু আমার শরীর খারাপ থাকায় আমারা দুপুর ৩:০০ নাগাদ বেরই। আমার নাকে, গলায়

বাথা এবং জুর থাকায় আমার সাথে একটা ইমারকোর্সি অস্ত্রিজেন নিয়ে রেখেছিল। দেরপার সাথেও একটা দেওরা হয়েছিল অস্ত্রিজেন। আমি তথনও অক্তিক্ষেল লাগাইনি কারণ ক্ষেত্রী শাসাধীন কালা একটা অন্ধিয়ানো বেশিক্ষা চলা ন, ৫ বেছে চান্টা চণা আনা চিক কৰি চুন্থাৰ আছলাকী দিয়ে অনিবালন বাৰহুত্ব কৰা কালা একবাৰ বাৰহুল কৰে দিয়ে বাৰশুত্ব কৰা আছলাক আছলাক দিয়া বাৰশুত্ব কৰা আছিল আছলাক বাৰহুল কৰা কৰে কৰা কৰা কৰা বাৰহুল কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা কৰাই কৰা কৰা কৰা কৰা আমানো বাৰশা কৰা কৰা কৰা সামিট করবে তাড়াতাড়ি এবং সামিট করেই ওই একটা অক্সিজেনই এই নেমে আসবে। সকাল ৮:১৫ নাগাদ সামিট করেই নিচে নেমে আসি। নামার সময় দুপুর ১২:০০ নালান কাজিৎ এর সাধে দেখা তথন ও উপরে উঠছে। আমরা বিকেল চারটে নাগাদ camp 4 এ এসে পৌঁছায় এবং বিশ্রাম নি। রাত ২:০০ - ৩:০০ নাগাত বলজিৎ এর সাথে যে দুজন শেরপা ছিল তারা এসে অর পারে যে বুলি সোগা হিশ তারা অরপ ডেকে তোলে আমার এবং আমার শেরপার সাারকে। বলজিং কে ওরা নামাতে পারিনি ওর অবস্থা খুবই খারাপ। ব্রেন ভ্যামেজ হয়ে গেছে। পর্বতে blue ice মানে নীল বরফ্ এতটাই শক্ত আমানের পারে যে কটি লাগানো জুতো থাকে গায়ের জোরেও সেগুলো ঠিক মতন বসানো যায় না। তারপর পা ফেলার নিয়ম আছে। এবার যে অসুস্থ্ যার ব্রেন কাজ করছে না সে কিজাবে

গায়ের জোরে চিকটাক পদক্ষেপ দায়ে দায়ে
দেয়ে আসার আবার মেখান দিয়ে নামা
হয় সেই জারগাটাও খুব ওরু বরফের ব্রিজ
একটা পা রাখার মতন জারগা। কোথাও
দুদিকে মাটল আবার কোথাও একদিকে
গভীর খাদ একদিকে মাটল। আবার ফুলস্ত বরফ থেকে বর্গপ দিয়ে লাভ করতে হয়। যেখানে এমন দুর্যোগপূর্ণ পথ সেখানে একটা মানুষকে ৪-৫ মিলে ধরেও নামানো

রাতে লাচের বেশ কানেনার নাত্র যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অবশেষে বেস ক্যাম্পের কুকের সাথে মোগামোগ করে খবর দেওরা হয় সংস্থার কাছে। বলজিৎ এতটাই উপরে কোন হেলিকস্টার যাওয়া প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর খুব কম দক্ষ পাইলট আছেন যারা অতো উপরে হেলিকস্টার নিয়ে যেতে পারেন। রাতের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে সকাল হতেই হেলিকন্টার পাঠিয়ে উদ্ধার করা হয়। এরপর আমরা camp 4 থেকে নিচে নামতে শুরু করি।

নামতে বরু কার।
আর একজন ছেলে যে
২০০০ মিটার ফটোলে পড়ে গিরেছিল।
উদ্ধারকর্মীরা তিনদিন পর উদ্ধার করতে
এসে দেখে সেও বেঁচে রয়েছে এবং
তাকে উদ্ধার করে হস্পিটালে ভর্তি করা णाह के बहुत कर विशामणात्र जे के निव इस चर्चराण व्याप्ति (तर जानाल (तरह) मिंक (तर व्यश्नि) व्यश्नि वांत्रपत्र तरहा (तरह) व्याप्तित करहा (राज्य के नम्ब का चाहित व्याप्ति । व्यश्न २५ (ग व्याच्या पित्राणी नमाह चालान व्याच्याप्त का वेल्या (मा) व्यस्त ३५६ (र मक्या माठी। (राज्य क्यां) व्यस्त ३६६ (र मक्या माठी। (राज्य क्यां) चारकाम् व्याच्यास्त मामना वांत्र तरहा ।

# Homage to Ray

Satyajit Ray's 1964 film "Charulata" is a masterpiece of Indi-an cinema. The film, which was based on a novel "Nastanirh" by Rabindranath Tagore, tells the sto-ry of a lonely housewife named Charulata, who falls in love with her brother-in-law. The film is set in 19th century Calcutta, during a time when the country was under British colonial rule. Charulata (played by Madhabi Mukherjee) is the wife of Bhupati, which was played by Sailen Mukherjee, a wealthy intellectual who runs a newspaper. Bhupati is often busy with his work, leaving Charulata alone in their large mansion. One day, Bhupati's younger brother Amal, which was played by Soumitra Chatterjee) comes to visit. Amal is a writer and poet, and he shares a passion for literature with Charulata. They start spending time together, reading and discussing books, and soon Charulata de-velops feelings for Amal.

ances of the characters' emotions with subtlety and grace. One of the most striking aspects of the film is its visual style. Ray's use of deep focus cinematography creates a sense of depth and richness, and he often frames the characters in doorways and windows, suggest ing the confinement of their lives The film's music, composed by Ray himself, is also a standout. The haunting score, which fea-tures traditional Indian instruments like the sitar and tabla, adds to the film's melancholic tone. "Charulata" is a pow-

"Charulata" is a pow-erful exploration of love, longing, and loneliness, and it remains one of Ray's most acclaimed films. It won the Silver Bear for Best Director at the 1965 Berlin Interna tional Film Festival, and it is wide ly regarded as one of the greatest films ever made. Satvaiit Rav's "Charu

lata" is a timeless masterpiece that continues to captivate audiences more than half a century after its release. With its stunning visuals haunting music, and complex cha racters, the film is a testar Ray's unparalleled talent as a film

RABINDRA JAYANTI EDITION

## Balancing act: Judges and the tricky business of media interviews

Judges are expected to maintain a certain level of impartiality, decorum and discretion, both in and out of the courtroom. This is particularly important when media inter as any comments made by judges in public can have a significant im-pact on public perception of the judiciary and the cases they preside over.

While judges are free to express their opinions on matters of public interest, they must do so with a certain level of caution and avoid commenting on political or controversial issues that do not directly relate to the cases before them.

The principle of judicial restraint is essential to maintain the separation of powers between the judiciary and other branch es of government, and to ensure that judges do not litical controversies.Furthermore, judges must also maintain a certain level of independence to ensure that they can make impar-tial decisions without fear of reprisal or influence from outside forces.Engaging in public interviews or making comments on controversial



decisions, particularly if those comments are seen as favouring one side

However, this does not mean that judges cannot engage with the media at all. There are instances where it may be appropriate for judges to make public comments on matters of public interest, particularly if those comments relate directly to the cases they are presiding over. For example, a judge may need to make a public statement to clarify a legal issue or address public concerns about a particular case.In such instances, judges must exercise caution and avoid mak-

perceived as biased. must also ensure that their comments are based on fac-tual information and do not compromise the integrity of the judicial institution.In ad-dition to the above, it is also important for judges to con-sider the impact that their public comments may have on public perception of the judiciary. Judges are expected to maintain a certain level of decorum and respect for the institution they represent.Any comments made by judges in public must not undermine people's faith in the judiciary or compromise its integrity.Judges must exercise caution when engaging with the media.While

judges are free to express their opinions on matters of public interest, they must so with a certain level of discretion and avoid commenting on political or con-troversial issues that do not directly relate to the cases before them. Judges must also maintain a certain level of independence to ensure that they can make impar-tial decisions without fear of reprisal or influence from outside forces. Public com-ments made by judges must not compromise the integrity of the judicial institution or undermine public faith in the judiciary.

(Subham Chatterjee is a masters student in the Law

## দেশের জনগণের রক্ষক, মনে প্রাণে লেখক



হলে

আমারও খব ভালো লেগেছিল ভূগলিতে আমি তিন বছরের ওপর

কাছ থেকে দেখেছি। হুগলি জেলার এক বিশেষত্ব আছে। যখন প্রথম

ইউবোপীয় সভ্যতা আমাদেব দেশে আসে, প্রথম হুগলি জেলাতেই বিভিন্ন ইউরোপীয়ান সভ্যতারা ঘাঁটি

করত। ভগলির সমাজ এবং ইতিহাস

হুগলির ইতিহাসে, যেটা আমাকে খুব

আকর্মণ করত। এখান পোকেই লগছি

কে নিয়ে পড়াশোনা এবং লেখালেখি

আপনার পছন্দের বই কোনটি এবং

আমার অনেক পছন্দের বই আছে

নির্দিষ্টভাবে বলাটা খুব কঠিন

টি গ্রহণ করেছে অনুষ্ঠা

আমরা সবাই জানি আপনি একজন আইপিএস অফিসার এর পাশাপাশি একজন *দে*খকও। এত <del>খ</del>রুত্বপূর্ণ দায়িত্বনান পদে কাজ করেও আপ লেখালেখি করেন। কিভাবে আপ

প্যাশন যেমন গান গাওয়া, ছবি আঁকা তারা এটাকে ভালবেসে করে। আমার র্মক্ষেত্রে অনেক সহকর্মী আছে যার ছবি আঁকতে ভালোবাসে, তারা ছবি থাবিতে ভালোবালে, ভারা খব আঁকে আবার অনেকে রয়েছে যারা গান গায়। আমার পড়াশোনায় একটু বাতিক ছিল, তাই পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখিও করতাম।

সব লেখকই চাই তার লেখা প্রকাশিত সব দেবকত চাহ তার দোবা প্রকাশক হোক । আপনিও একজন দেবক আপনার দোবা বই যথন প্রকাশিত হয়েছিল তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল এবং হুগলি কে নিয়ে

এখনোও কিছু পরিকল্পনা করিনি বে অবশ্যই পড়ান্ডনা এবং

পনার প্রিয় লেখক কে?

যদি সর্বকালীন লেখক বল নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো রয়েছেন এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমার খুব ভালো লাগে। এর পাশাপাশি বিদেশি অনেক লেখক লেখিকা রয়েছেন যাদের লেখা আমার থব ভালো লাগে।

**जलक व्हल भारतत उन्ने शिक** 

আইপিএস অঞ্চিসার হওয়ার। তারা কঠিন পরিশ্রম করেও UPSC পরীক্ষা crack করতে পারে না। তারা মন থেকে ভেঙে পড়ে। একজন প্রতিষ্ঠিত আইপিএস অফিসার হয়ে আপনি আইপিএস অফিসার হয়ে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান বা কি

= ভেঙে পড়ার কিছু নেই। compet itive পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট যে সব সময় ভালো ছাত্ররাই করবে তা নয়। অনেক average student আছে যারা ভালো পড়াশোনা করে ভালো রেজান্ট করে এবং UPSC পরীক্ষাও crack করতে পারে। তাই করার চেষ্টা করতে হবে।



# চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের মানুষ পূজা



ায় আছে মানব সেবাই হলো পরম ধর্ম। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যেন এক ঈশ্বরের বাস।

তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আর মানব কল্যাণে ব্রতী হওয়ার মধ্যে যেন কোনো বৈষম্যই নেই। যারা ঈশ্বর বা অদৃষ্টকে বিশ্বাস করেন বা তাদের অস্তিতকৈ স্বীকার

তারা অবশ্যই একাধারে জনহিতকর কাজে নিজেকে

এবং অপরকে নিযুক্ত করার মধ্যেই ঈশ্বরের হদিস পাওয়া সম্ভব।

এরকমই একটি নিদারুণ দৃষ্টান্ত মেলে গত ৫ই মে অর্থাৎ ২১ বৈশাখের মহলগনে। দিনটি ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমার এক পুণ্যতিথি।

এই পুণ্যতিথিতে মছলন্দপুর তিরা শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দবাশ্রমের ১০ ম প্রতিষ্ঠা দিবস চাতবা সী উপলক্ষে আয়োজিত হয় একে বিরাট

ছিলেন সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ এবং আশ্রমেরই মায়েদের দ্বারা গঠিত একটি ছোট্ট দল যার নাম "নিবেদিতা

আশ্রমে আরও বহু ক্ষুদ্ বা দল রয়েছে বলে জানা যায় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাদের ঠিক এইরূপ: সেবাব্রতী, বিবেক চিন্তা, বিবেকানন্দ যুব সেবা সংঘ, বিবেকানন্দ সমাজ সেবা সংঘ, বিবেক রথ" এবং আরো অনেক। প্রত্যেকটি দলেই বয়েছেন ক্মপক্ষে ১০ থেকে ১৫

সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। এই দল বা গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেদেরকে সামিল করেন। এছাড়াও গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সমাজ সচেতনতামূলক বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকেন বছরের বিভিন্ন সময়ে। বছরে তাদের নির্মিত একটি নির্দিষ্ট

অবলম্বন করেই তারা গোটা বছরে নিজেদেরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমূলক কর্মসূচিতে লিগু রাখেন।

এদিন বন্ধ পর্ণিমার মহালগনে আশ্রমের মায়েদের এই দল অর্থাৎ "নিবেদিতা জ্যোতি"- এর প্রযোজনায় যে মান্ধ পজা আয়োজিত হয়েছিল

মধ্যে অধিকাংশেরই আর্থিক অনটনে দিন গুজরান হয় , এককথায় যারা দুঃস্থ, যাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন এবং ণরনের কাপড়েরও সংস্থান ঠিকঠাক করে হয় না বললেই চলে।

দঃস্থ এই মানষগুলিকে মায়েদের করেন বিভিন্ন : প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে।

সেদিন তাঁরা ঠাকুর মা গমীজিকে স্মরণ করে এই মানুষ : পূজার সূচনা করেন সকাল দুশ ঘটিকায়, দুঃস্থ এই মানুষগুলির স্বাস্থ্য চিকিৎসার মধ্য দিয়ে। তাঁদের চিকিৎসা করেন কলকাতার স্থনামধন্য :

স্বাস্থ্য চিকিৎসা শেষে এই মারেদের দল দুঃস্থ মানুষগুলিকে : নিজেদের হাতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন :

এবং দ্বিপ্রাহরিক ভোজনকর্ম ! শেষে তাঁরা এই মানুষগুলিকে কিছু বস্তু এবং চিকিৎসকদের দেওয়া স্বাস্থ্য চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন বা ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্রে থাকা কিছু ঔষধ প্রদানের : থাকা কিছু ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে এই মহৎ কর্মের সমাপ্তি:

এক মন্ত্রমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা এবং আবহের সাথে গত একুশে : বৈশাখের দিনটি অতিবাহিত হয়েছিল।

এবৃগে এসেও এমন একটি নিদারুল দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হলো ওধুমাত্র মছলন্দপুর চাতরা ইরামাকৃষ্ণ কিবেকানন্দ সেবাপ্রমের

দিনটি আরো একবার স্মরণ দিল যুবসমাজের সেই বীর নায়ক এবং মহৎ আল্গা স্বামী : light. বীর নায়ক — বিবেকানন্দের সেই জগৎজে; ক্রিকে - "জীবে প্রেম করে যেই — ক্রিকে -

advancement of technical equipment, it is now easier for the directors to direct, they stated.

The speakers screened a couple of their short films of 15-20 mintues' duration, ing a short film.

## Interacting with voung filmmakers



On April 27, a workshop was organized for acquiring essential tips and techniques for the budding students of the Media Science and Journalism department.

The guest speakers were Saptarshi Ray (Director of social media, Pravasam) and Manish Chowdhury (Chief Editor of Community Visual News Network or CVNN).

The session started with the brief introduction of videography by the speakers.

They shared their ex-perience of 10 years in the industry with Prayasam, The most important

thing in making the short film, which the whole team works on is video, audio and

which gave the students an overall perspective of mak-

The entire session was about "How we delivthe film." The question is whether the message is delivered properly or not

Whether the audience understands the subject mat-

The two guests taught: the students the techniques of writing scripts of a film before it gets implemented

This was done very: effectively. The two Ben-gali movies that were screened were directed by the Prayasam team 10 years

The first movie was about the relationship between a man and his son.

The son realized the struggle of each penny of his : father's love and care after : his demise. The second short film

as a more solemn message directed by the team.

Overall, the workshop gave us the concept of directing, videography, audio, acting and light.

The audience thanked the team for sharing their valuable glimpses while valuable glimpses while making a short film and happily greeted them, hoping to meet them again with more time at their disposal.



## The harsh reality of deep-rooted misogyny



One night, while scrolling Instaunder a post of a girl wearing a short dress that read "Girls like you should be raped" and immediately I decided to write about this.

guess I should thank that 35-year-old married man with two kids for leaving such an amazingly misogynistic comment under the picture of a

16-year-old girl. Yes, you heard that right, she was underage. But you know what the funny thing is? If I across the profile of that man before reading the derogatory comment I would have thought that he is the perfect example of how a family man should be. His Instagram is filled with fam ily portraits and pictures of religious scriptures. His family and relatives would probably never get to know how disgusting his mind is He would attend fami ly functions, get togethers with friends and colleagues and they would never get to know that in his mind he thinks of raping an underage girl just because she is wearing a short dress. This proves that what girls wear was never a problem but the problem lies in the mentality of people.

October 9, 2022: A man rapes

ter in theUK. November 12, 2022: A specially-abled five-year-old girl was raped by her neighbour in Bho-

his 10-month-old infant daugh-

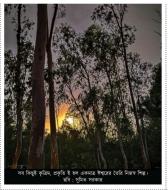
August 25, 2022: A 75-year-old oman was brutally raped and killed in Kerala.

What do you think they were wearing? A short dress? Definitely not. Then why were they wearing jeans and a top, wher for the first time I felt unsafe and presence. Then again when I was an 18-year-old when I went through the same thing. You want to know what I was wear ing? A full-length pajama suit. For over a year I thought tha my assaulter did what he did because it was my fault. You know why? Because the society had gaslighted me into believing that if a man does something to you it is because YOU might have given him the wrong signal. Maybe you led him on Maybe your low-cut blouse was an open invitation for him to force himself on you or who knows, maybe you even liked it Sometimes it is hard to believe we live in 21st century. We talk about women's empower ment and equal rights but what is the use of empowerment and rights if we women are not even safe? It is high time that instead of teaching girls "what to wear, we teach men "how to behave. Some people might say "not all men are like that"; I agree. But it is "most men". Instead of asking the girls "what were you wearing?" society should think "Why are the girls not safe? Why are there so many instanc-

es of rape?"





































## **Proscenium: New sensation** at Brainware University



michhil, continued to bring pop-

ularity and applause to the club and its members.

Sheuli Mondal

As Brainware University As Brainware University was celebrating International Mother Language Day on February 21, 2023, the students were eagerly waiting for the first show by the newly-formed Drama Club of the university, Proscenium.

Though, the university shows ample support towards cultural activities, it did not have a drama club until Saikat Ghosh, assistant professor in the de-partment of Media Science and Journalism, and Krishna Ghosh, assistant professor in the depart-ment of Law, along with other faculties came together to form

taculties came together to form the Drama Club.

As the audience braved the scorching heat to watch the street drama, Rak-tosnato Bhasha, directed by Mr Ghosh and praised each of the participants immensely, it marked the success of the performance and the beginning of the journey of the club.

The next perfor-

The drama club not only provides space to the actors but it gives enormous opportunities to budding authors, poets and directors to see, learn and grow. Moreover, it has helped students to overcome their fear of buddies are allowed to the control of the control public speaking, allowing them

public speaking, allowing them to share their views and express their inner thoughts with others. Soon, new projects of various kinds are to be produced by the club, including audio dra-tage. This club has given account ma. This club has given exposure to the cultural facilities of the uni-

The Drama Club is The Drama Club is not about one mentor, few members, its president, secretaries, or its promotional sector, but it is a growing family where individuals unknown to one another principle on a mentional lead via mingle on an emotional level via cultural activities. In the coming days, the existing faces of the club may not continue to represent it; new faces may take off but one thing we believe in for sure, THE SHOW MUST GO ON. And it



tion of students from different

departments. They enjoyed the

sessions as it gave them a sense of relief and freshness. The workon rener and trestness. The work-shop ended on a good note, with the students providing positive feedback.

## Rahul Mondal

According

Google, criticism can be defined as the expression of disapproval of someone or something on the basis of perceived faults or mistakes. However, for art, the definition of criticism is somewhat different. For a literary or artistic work, the analysis and judgment of the merits and faults is criticism. It is not only about judging, evaluating, or analysing the work, but also about exploring new aspects of the art form. It can't be denied that film is an important part of our society. Films are used by politicians and leaders as tool for propaganda, and many times they are used to share the complexities of society, myths, and ideology. So, it is a powerful medium. Films are important, and so are film critics. More subtly, art criticism is often tied to theory, and it is interpretative and aimed at establishing its significance in the history of art. Film criticism follows a similar approach.

Due to the democratisation of the internet and the emergence of new media, every user has become a film reviewer because of their opinion. Which is totally fair, on the go what else are we looking for? It should be a movie that will entertain, a movie that will be worth the money. And that should

that is a very little part of the job; the remaining area is way bigger than that. A critic has a crucial job when just reviewing the film and commenting whether it is worth watching or not.

Let us be clear about the fact first that criticism in film is not only showcasing the worst part of the film or given content but to analyse it and make it visible in the eye of the audience what effort it has taken. It is true that we go to the theatre to watch a and no one sees whether the framing was great, the cinematography was decent, or the sound designing was awesome. But these matter to us consciously or unconsciously. And there comes the job of the critic to pinpoint the things that we haven't noticed or the effort that has been put into making that perfectly crafted scene. It is true that film critics need to point out the worst thing or the mistakes, on the upper hand it helps the filmmaker or makers to learn from the mistakes which no one has noticed. And there comes what we call 'constructive criticism'.

Some might say that film critics do nothing but hate a film, but a little glance at the history of the film will say otherwise. Film critics can inspire new forms of art; it helps

to create a revolution in the standardized way of making films. It often challenges the status quo. This is pretty evident from the French new-wave cinema that emerged in the late

Shaping the art beyond

reviews, film critics

FILM CRITICIS

This movement characterized by the jection of traditional filmmaking techniques and conventions and putting belief in experimentation. They adapted a new style of editing, cinematography, and narratives, and it was considered the most influential movement in the history of cinema. In this movement, film critics played a very crucial role; new-wave critics studied the work of western classics and applied new Avant-Grande stylistic direction. And this era gave some awesome critics who turned into filmmakers, one of whom was Jean-Luc Godard. Film critics can inspire new forms of art; it helps to create a revolution in the standardized way of making

Film critics also help to visualize the great art that we can't have recognized. We might also see the great film director Alfred Hitchcock; whose film was just a mild art of entertainment at that time. But later on, the film critics analyse his work and demonstrated how his good example is Martin Scorsese, who was just an independent American film Roger Ebert took charge and wrote about the great work and made it visible to the audience. And that way, we came to know about the great director. There are thousands of fishes in the pond, but between the identified and reachable fishes, some good fishes remain ignored, and critics help to identify that good fish from the shoal.

Due to the internet.

innovative. Well, another

we have been exposed to many reviews and mediocre film critics. But being a critic is a very responsible job, and one needs to do it properly. By just only not quoting whether the movie is worth watching or not, it is just a mere part of the job. A filmmaker does a very hard job making the showcasing their own form, which might not be understandable by the audience. And that's what film critics do. A film critic needs to talk about the cinematography, editing style, visual effects, set and costume design and narratives. They need to introduce why the scene or frame or the effects is working or not working. Film critics are necessary if you love films, because, as Aristotle said, a critic can

# Movie Review

MRS. CHATTERJEE VS NORWAY



DIRECTION & CAST:

# Gossip Mongers

stagnant and dull? Are you always confused? Do problems never so to give you a rest?

solve all your worries, consoling yo with love, hurting you with honest opinions and, best of all, give you straightforward advice. In every edition of msjChronicle

How many times in your life have you heard something about yourself that never happened? Something you have never said, something you have never done yet something that is being spread by Well, you are not the only one, count me in too! No matter how many people try to convince you

that Disney characters don't exist,

in order to bring you down or ruin your reputation. Most people would give you the advice of ignoring such negativity but not me though. I truly believe that the more you ignore such people, the more fun they get smearing your name. All it takes is just one bold confrontation to end it all.

Sometimes you might wonder, "What have I done to de-serve all this hate?" You have done nothing wrong, but you did commit just one mistake - you befriended someone who doesn't deserve your

People tend to talk behind your back because they are "be-hind" you for a reason. They talk about you because they know that if

the capability to create a reputation of their own. Trust me even if you have haters, it means you are doing something right

something right
So, as your Boro Didi, I
would suggest that you keep your
head high and chest puffed because
it is not your fault that people like
you more than that person who , spends time cooking new gossips about you; the gossip monger. Be flattered that you have become someone's muse, their whole day goes by thinking about you. Be con-fident, be fierce and no matter what

do more things that boost your self-esteem and image because your fansmust be impatiently waiting for you to do something special.